হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম

কওমে সামুদ

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

কওমে সামূদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি
আল্লাহর উটনী হত্যা
নাফরমানীর শাস্তি
যেভাবে আযাব এলো
কেউ আযাব থেকে রক্ষা পায়নি
ঘটনা থেকে শিক্ষা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

باسمہ تعالیٰ

কওমে সামূদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বলেন, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছে। এটা আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও। এতে ক্ষতি করার মানসে স্পর্শ করো না। তা না হলে ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব তোমাদের আঁকড়ে ধরবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৭৩)

সূরা আরাফের উল্লিখিত ৭৩ নং আয়াতে এবং এরপর থেকে ৭৯ নং আয়াত পর্যন্ত মোট সাতটি আয়াতে সালেহ 'আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এরআগে এই সূরায়, কওমে নূহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি।

‘আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধর দুই ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে আলাদা দুটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। একটি ‘আদ। অপরটি সামূদ।

তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করতো। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল “হিজর”। বর্তমানে একে সাধারণত “মাদায়িনে সালেহ” বলা হয়।

‘আদ জাতির মতো সামূদও বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও বাহাদুর জাতি ছিল। তারা পাথর খোদাই ও রাজমিস্ত্রির কাজে খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল বড় বড় দালান নির্মাণ ছাড়াও পাহাড় খোদাই করে তারা নানান ঘর তৈরি করতো। তাদের নির্মান কাজের নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। এগুলোর গায়ে ইরামি ও সামুদি বর্ণমালার শিলালিপি রয়েছে। এক সফরে সেসব নিদর্শন আল্লাহ তা‘আলা আমাকে (লেখক, হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.কে) দেখার সুযোগ দান করেছেন।

দুনিয়াবী ধন-সম্পদ আর আধিপত্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। ধনীরা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটেছে।

আল্লাহ তা‘আলা তার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন সদস্য এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাকে اَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ, “তাদের ভাই সালেহ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম যৌবনকাল থেকেই তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যে উপনীত হন।

তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করলো, তার কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হবেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবো। সেমতে তারা দাবি করলো, আপনি যদি সত্যিই আল্লাহর নবী হোন তা হলে আমাদের “কাতিবা” পাহাড়ের পাথরের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল উটনী বের করে দেখান, যার রঙ হবে সোনালি।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি এবং আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? তখন তারা সবাই এই মর্মে অঙ্গীকার করলো।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, আপনার জন্য

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কোন কাজই কঠিন না। তাই দু'আ করছি, তাদের দাবি পূরণ করে দিন।"

সালেহ 'আলাইহিস সালামের দু'আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে গর্ভধারিণীর মতো স্পন্দন দেখা দিল এবং একটি বিরাট পাথর বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে দাবির অনুরূপ দশ মাসের গর্ভবতী স্বাস্থ্যবতী সোনালি রঙের একটি উটনী বেরিয়ে এলো।

হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালামের এই বিস্ময়কর মুজিযা দেখে সেই সম্প্রদায়ের কিছুলোক সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল। বাকিরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো। কিন্তু দেব-দেবীর বিশেষ পূজারি ও মূর্তিপূজার ঠাকুর-ধরনের কিছু সরদার তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। তাই তারা আর মুসলমান হলো না।

শেষ পর্যন্ত সালেহ 'আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের সেই নাফরমান লোকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কারণ এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই তিনি পয়গাম্বর সুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন, এই উটনীর দেখাশোনা করো। একে কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। এভাবে করে হয়তো তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং একে ক্ষতি করার নিয়তে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

পৃথিবীর সবকিছুই তো আল্লাহ তা'আলার! তবু বিশেষভাবে এই উটনীকে "আল্লাহর উটনী" বলার কারণ হলো, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ 'আলাইহিস সালামের মুজিযা হিসাবে বিস্ময়কর ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মও অলৌকিকভাবে হয়েছিল বলে তাকে رُوْحُ اللهِ (আল্লাহর আত্মা) বলা হয়েছে। কিংবা সেই উটনীর মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য তাকে نَاقَةُ اللهِ (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে।

এরপর تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উটনীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। যমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই তার উটনীকে তার যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে নির্বিঘ্নে খেতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করতো এবং জন্তুদের পান করাতো, এই উটনীও সেই কূপ থেকেই পানি পান করতো। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উটনী যখন পানি পান করতো, তখন পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলতো এবং এর ভয়ে সম্প্রদায়ের অন্য সব জীব-জন্তু তখন পান করতে আসতো না। এর ফলে সমস্যা দেখা দিল।

তখন হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন, একদিন এই উটনী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। অধিকন্তু যেদিন উটনী পানি পান করতো, সেদিন অন্যরা উটনীর দুধ দিয়ে তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। সূরা কামারে এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

অর্থঃ হে সালেহ, আপনি স্বজাতিকে জানিয়ে দিন, তাদের এবং উটনীর মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত, একদিন উটনীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। (সূরা কমার, আয়াত: ২৮)

সূরা শুআরা-এর ১৫৫ নং আয়াতে সে প্রসঙ্গ এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী। একদিন এর জন্য পানি বরাদ্দ থাকবে এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের থাকবে।

আল্লাহর উটনী হত্যা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ এই বণ্টন-ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন, যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে।

এই উটনীর কারণে সামূদ জাতির কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তারাই যেহেতু এটা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে আর একে কিছু করা হলে তারা আযাবের সম্মুখীন হবে, তাই কিছু করতে সাহস করছিল না। তবু মনে মনে তারা এর ধ্বংস কামনা করতো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইতিমধ্যে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল। তাই তারা নিজেরা সেই উটনীটি হত্যা করার দুঃসাহস না দেখালেও অন্য কোনোভাবে তাকে খতম করার ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

এক পর্যায়ে সেই সম্প্রদায়ের সাদাকা বিনতে মুখতার ও উনাইযা নামীয় দুজন নারী ফন্দি আঁটলো। যে প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সেই দুই নারী ছিল পরম সুন্দরী। তারা বাজি ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি এই উটনী হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

তখন সম্প্রদায়ের দুই যুবক এই কাজের জন্য তৈরি হলো। তাদের নাম মিসদা ও কাসার। তারা সেই বাজি পাওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে উটনী হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

তারা উটনীর যাতায়াতের পথে একটি বড় পাথরের টুকরার পেছনে গোপনে বসে রইল। তারপর উটনী সামনে আসতেই মিসদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে তাকে হত্যা করলো।

সূরা শামসে তাকে সামূদ জাতির সবচাইতে বড় হতভাগা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়েছে।

নাফরমানীর শাস্তি

উটনী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিনদিন অবশিষ্ট রয়েছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ

অর্থঃ তোমরা তিনদিন তোমাদের বাড়ি-ঘরে আরাম করে নাও। (এরপরই আযাব নেমে আসবে।) এই ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হবে না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৬৫)

কিন্তু যে জাতির বিবেক ও চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের জন্য কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কাজে আসে না। তাই তো হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের এই কথা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বললো, “এই শাস্তি কীভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কী হবে?”

সালেহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষ সবার মুখমণ্ডল হলোদে ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। সেটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।

হতভাগা জাতি এই কথা শুনেও আল্লাহ তা‘আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে খোদ সালেহ ‘আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবলো, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের আগে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই। পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক।

সামূদ জাতির এই সংকল্পের কথা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুলোক রাতের আঁধারে সালেহ ‘আলাইহিস সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার ঘরপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা পথিমধ্যেই পাথরের বৃষ্টি দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থঃ তারা গোপন ষড়যন্ত্র করলো। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করলাম, তারা তা জানতেই পারলো না। (সূরা নামল, আয়াত: ৫০)

এরপর বৃহস্পতিবার ভোরে দেখা গেল ঠিকই সালেহ ‘আলাইহিস সালামের কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

প্রথম লক্ষণ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করলো না। বরং তারা সালেহ ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আরো চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার নবী ‘আলাইহিস সালামকে তাদের সকল চক্রান্ত থেকে হেফাজত করলেন।

যেভাবে আযাব এলো

মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন ভ্রান্ত হয়ে যায় তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটলো। আল্লাহ তা‘আলা আযাব দানের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব ঘটিয়ে তাদের এই অবকাশ দিচ্ছিলেন যে, তারা কুফর ও নাফরমানী ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসে কি না। কিন্তু না, সেই হতভাগারা শেষ সুযোগ পর্যন্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বেদীনী ও অবাধ্যতার উপর অটল অবিচল থাকলো এবং ঈমানের পথে ফিরে এসে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় অবলম্বন করলো না।

এমনি করেই দ্বিতীয়দিন সালেহ ‘আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয়দিন ঘোর কালো হয়ে গেল। তখন সবাই জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল এবং অপেক্ষা করতে লাগলো, কোন দিক থেকে কীভাবে আযাব এসে তাদের ধ্বংস করবে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে যমিনে শুয়ে পরলো।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ অর্থাৎ, ভূ-কম্পন তাদের পাকড়াও করলো। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ অর্থাৎ, বিকট চিৎকার তাদের আঁকড়ে নিলো।

এতে বুঝা যাচ্ছে তাদের উপর উভয় প্রকার আযাব নাযিল হয়েছিল। নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প এবং উপরের দিক থেকে বিকট চিৎকার-এর আযাব তাদের ঘিরে নিয়েছিল। ফলে তাদের কী অবস্থা হয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ

অর্থঃ তারা বাড়ি-ঘরে যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ৩৭)

এই ঘটনার প্রধান অংশগুলো কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরায় রয়েছে। যথা, সূরা আরাফ, আয়াত ৭৩-৭৬; সূরা হুদ,

আয়াত ৬১-৬৮; সূরা শুআরা, আয়াত ১৪১-১৫৯; সূরা নাহলো, আয়াত ৪৫-৪৯; সূরা কমার, আয়াত ২৩-৩১; সূরা শামস, আয়াত ১১-১৫। এ ছাড়াও ঘটনার আরো বিবরণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সেই স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিলো। তখন তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দেন, "কেউ যেন এই আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ না করে এবং কেউ যেন এই এলাকার কূপের পানি ব্যবহার না করে।" (তাফসীরে মাযহরী)

কেউ আযাব থেকে রক্ষা পায়নি

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে সেসময় শুধু "আবু রিগাল" নামক এক ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছিল। এ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি। এরপর আবু রিগালকেও গযব পাকড়াও করেছিল। সে মরে মাটিতে দেবে যায়। ঘটনাক্রমে গযব নাযিলের সময় এই লোক মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। এরপর যখন সে হেরেম শরীফ থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে মক্কার বাইরে আবু রিগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন, "তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়ি মাটিতে দাফন হয়ে গিয়েছে।" তখন সাহাবায়েকেরাম তার কবর খনন করলে সেই ছড়িটি পাওয়া

যায়। এই রেওয়ায়াতে আরো বলা হয়েছে, তায়েফের অধিবাসী সাকিফ গোত্র আবু রিগালেরই বংশধর। (তাফসীরে মাযহরী)

ঘটনা থেকে শিক্ষা

আযাবে নিপতিত এই সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আজও সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন মজীদে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে, সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান মানুষের শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে সূরা ইউসূফের ১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সতর্ক করেছেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর সূরা আরাফে বলা হয়েছে,

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ○

অর্থঃ অতঃপর তিনি (সালেহ 'আলাইহিস সালাম) তাদের নিকট থেকে দূরে চলে যান এবং বলেন, হে আমার কওম, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৭৯)

স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালাম যখন সেই এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, তখন কোন কোন বর্ণনামতে, তার সংগে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামানের "হাযরামাউত" নামক স্থানে চলে যান। সেখানেই তার ওফাত হয়। আর কোন

কোন রেওয়ায়েত থেকে তার মক্কায় আগমন এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৭৯)

উক্ত আয়াত দিয়ে বুঝা যাচ্ছে, সালেহ 'আলাইহিস সালাম তার কওমের সেই এলাকা ত্যাগ করার সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দই কর না।"

এখানে প্রশ্ন হয়, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে কথা বলে লাভ কী? এর লাভ হলো, এথেকে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ-সরদারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। অথবা হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালামের এই সম্বোধন আযাব অবতরণের আগেও হতে পারে, যদিও ঘটনার বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনায় নাফরমান ও দীন বিমুখদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে। পার্থিব দুনিয়ার মোহে পড়ে দীন ও ঈমান এড়িয়ে চলা ধ্বংসের কারণ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উক্ত সামূদ জাতির ধ্বংস ও বিপর্যের ইতিহাস আমাদের বারবার সেই শিক্ষাই দেয়। এথেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধন হওয়া এবং অন্যায় ও পাপাচার ছেড়ে দীনের পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store